বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

রাজস্ব আদায়ঃ প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

অক্টোবর, ২০১৬

মোট রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির হার	কর-জিডিপি অনুপাতের প্রবণতা
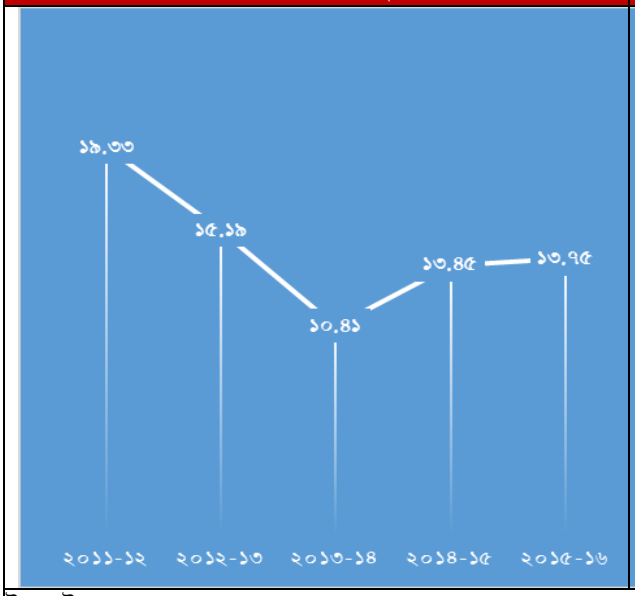	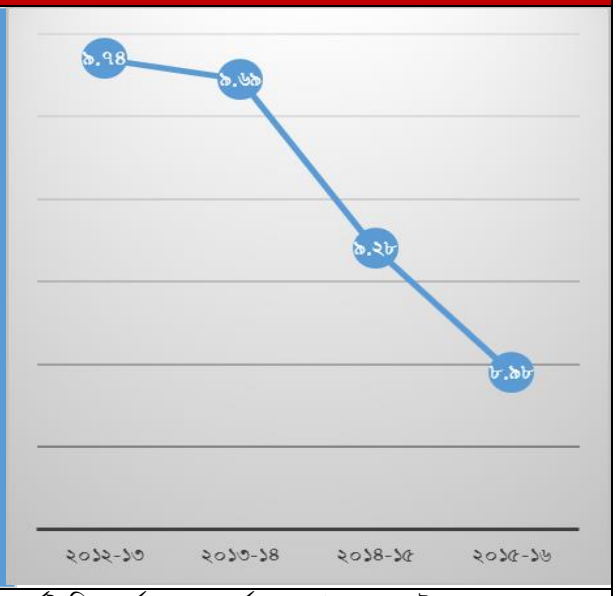

উৎস: উন্নয়ন অন্বেষণ, *রাজস্ব আদায়ঃ প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ*, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১০, অক্টোবর, ২০১৬।

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ'এর মাসিক প্রকাশনা 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা' ২০১৬ এর অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে যে সাম্প্রতিক সময়ে রাজস্ব আদায়ে ক্রমহ্রাসমান প্রবৃদ্ধির হারের পাশাপাশি অর্থনীতিতে কর-মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অনুপাত তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের যোগানকে বাধাগ্রস্ড় হতে পারে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির হারে হ্রাসমান প্রবণতা লক্ষণীয়। যেখানে ২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির হার ১৯.৩ শতাংশ ছিল, সেখানে তা পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে কমে গিয়ে ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে যথাক্রমে ১৫.২, ১০.৪, ১৩.৫ ও ১৩.৮ শতাংশে হ্রাস পায়।

দেশে রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর ২২ শতাংশ পর্যন্ড় হলেও বস্তুত রাজস্ব আদায়ের পরিমান ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে যথাক্রমে ১০.৮৯ শতাংশ, ১১.৬৫ শতাংশ, ১১.৬৬ শতাংশ, ১০.৭৮ শতাংশ ও ১০.২৬ শতাংশ হয়েছে।

অর্থাৎ গত চার অর্থবছরে বাংলাদেশে জিডিপি'র অনুপাতে গড় রাজস্ব আদায়ের পরিমান ১১ শতাংশে দাঁড়ায় যেখানে একই সময়ে গড় রাজস্ব আদায়ের পরিমান ভারতে ২০ শতাংশ, নেপালে ১৯ শতাংশ, পাকিস্তানে ১৪ শতাংশ এবং শ্রীলংকায় ১৩ শতাংশ।

সর্বশেষ পরিসংখ্যানের ভিত্তেতে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে বর্তমান অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ২০৩১৫২ কোটি টাকার বিপরীতে প্রথম মাসে (জুলাই ২০১৬) মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমান ৯৫৯৪.১৪ কোটি টাকা হয়েছে। বিগত অর্থবছরগুলোতে রাজস্ব আদায়ের প্রবণতা বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে ৩০০০০ কোটি টাকা ঘাটতির পূর্বাভাস দেয়।

জিডিপির অনুপাতে মোট কর রাজস্ব আদায় ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে হ্রাসমান উলেণ্টখ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' প্রকাশ করে যে মোট কর রাজস্ব জিডিপির অনুপাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৯.৭৪ শতাংশ, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৯.৬৯ শতাংশ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৯.২৮ শতাংশ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৮.৯৮ শতাংশ হয়।

একই সময়ে অর্থাৎ ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ২৩.৩ শতাংশ, ১১.৪৩ শতাংশ, ৮.০৬ শতাংশ ও ১০.৪৭ শতাংশ হয়। অন্যদিকে কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২.৫৪ শতাংশ, ১৫.৯৬ শতাংশ, ঋণ্টাত্মক ১৪.৩৪ শতাংশ ও ঋণ্টাত্মক ৩.০৬ শতাংশ হয়।

আয়কর আদায়ে অসন্তোষজনক দক্ষতার দিকে নির্দেশ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলে যে জাতীয় বাজেটে আয়কর থেকে সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের কথা বলা হয়ে থাকলেও তা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে আয়কর থেকে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধিও ক্রমহ্রাসমান।

আয়কর থেকে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধির হার ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩১.৩৫ শতাংশে উপনীত হলেও তা পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে অর্থাৎ ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে যথাক্রমে ১৫.৬১ শতাংশ, ১৩.০৭ শতাংশ ও ৯.৮৯ শতাংশে হ্রাস পায়।

মূল্য সংযোজন কর আদায়ের পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে মূল্য সংযোজন কর আদায়ের প্রবৃদ্ধিতে সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা হ্রাসমান প্রবণতা লক্ষণীয়। স্থানীয় ও আমদানি উভয় স্ড়রের মূল্য সংযোজন করের প্রবৃদ্ধি ২০১১-১২ অর্থবছরের ১৮.৩৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৫.২৬ শতাংশ, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮.১৫ শতাংশ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১২.১১ শতাংশ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১০.৯৬ শতাংশ হয়।

কর প্রশাসনকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার তাগিদ দিয়ে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' নতুন করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের কর প্রদানের বিনিময়ে সরকার কর্তৃক দেশে সামাজিক পরিসেবা প্রদান নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে, যা জনগণকে স্বেচ্ছায় কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করবে।